بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৯ মে ২০২১

বিরামহীন বিরোধিতা সত্ত্বেও খিলাফতের ছায়াতলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অগ্রযাত্রা অব্যাহত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান বললেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য আজও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর খিলাফতকে রক্ষা এবং এর মর্যাদাকে সমুচ্চ করে চলেছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ঐশী সাহায্যপুষ্ট প্রকৃত খিলাফত এবং সকল প্রকার বিরোধিতার মধ্যেও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অসাধারণ অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আন্তর্জাতিক সদর-দপ্তর টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে অবস্থিত মুবারক মসজিদ থেকে ২৮ মে ২০২১ জুমুআর খুতবা প্রদানকালে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ১৯০৮ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে খিলাফতের শুভ সূচনাকে স্মরণ করে প্রতি বছর ২৭ মে উদ্‌যাপিত 'খিলাফত দিবস'-এর তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

পাঁচ খলীফার অধীনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অসাধারণ উন্নতির ওপর আলোকপাত করে হুযূর আকদাস খিলাফতের রূপে আহমদী মুসলমানদের ওপর যে অনুগ্রহরাজি বর্ষিত হয়েছে তার জন্য খোদা তা'লার কাছে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্বের কথা স্মরণ করান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা প্রত্যেক আহমদীর ওপর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যস্ত করে। আমরা যদি এই দায়িত্ব পালন করি, তবেই আমরা সেই অনুগ্রহের যথাযথ মর্যাদা দিতে সক্ষম হবো, যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি করেছেন।"

হুযূর আকদাস পবিত্র কুরআন থেকে সূরা নূরের ৫৬ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন যেখানে প্রকৃত মু'মিনদেরকে খিলাফতের ঐশী কল্যাণ দানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হুযূর আকদাস এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন যে, এই আয়াতটিতে খিলাফতের কল্যাণকে কতক দায়িত্ব পালনের সাথে শর্তযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যেমন একমাত্র খোদারই উপাসনা করা, আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা এবং নিঃশর্তভাবে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এসব বিষয় যদি আমরা স্মরণ রাখি এবং নিজেদের জীবনকে এর আলোকে গড়ার চেষ্টা করি, আর ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি, এর ওপর সত্যিকার অর্থে যদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করি, কেবল তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার সেসব পুরস্কারের ভাগিদার হতে পারব, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন; আর তখনই আমরা খিলাফতরূপী নেয়ামত হতে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারব।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য তখন হবে এবং আত্মিক প্রশান্তি ও নিরাপত্তা তখন লাভ হবে যখন আমাদের প্রতিটি কর্ম শুধুমাত্র খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হবে। তখনই সেই সমাজ খিলাফতের ছায়াতলে প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন আমাদের প্রতিটি কর্ম যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র ও বান্দার অধিকারপ্রদ হবে।"

আহমদীদের ওপর যেসব দায়িত্ব এসে বর্তায় তার মধ্যে হুযূর আকদাস খিলাফতের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যারা এ খিলাফতের একনিষ্ঠ অনুসারী ও আনুগত্যকারী হবে তারা-ই প্রকৃত অর্থে খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারী, খিলাফতের সুরক্ষাকারী আর খিলাফত তাদের সুরক্ষাকারী হয়। যুগ-খলীফার দোয়া তাদের সাথে থাকে। তাদের কষ্ট যুগ খলীফাকে তাদের জন্য দোয়া করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয়। এই সৎকর্ম সম্পাদনকারীরা-ই হলেন তারা যাদের সাথে খিলাফতের সম্পর্ক, আর খিলাফতের সাথে যাদের সম্পর্ক কেবল খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এটি হলো সেই প্রকৃত খিলাফত, যাতে জামা'ত এবং খলীফার সম্পর্ক খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। এটিই সেই খিলাফত যা দৃঢ়তা ও নিরাপত্তার কারণ হয়।"

ওই সকল মুসলমান যারা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে গ্রহণ করেন নি, তাদের প্রসঙ্গে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"অন্যান্য মুসলমানরা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চান, কিন্তু জাগতিক উদ্দেশ্যে, জাগতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তাদের এসব কৌশল ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা তাদের কোন কাজে আসতে পারে না আর এভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবও নয়, তারা যতই চেষ্টা করুন না কেন। এখন খিলাফত সেভাবেই চলমান থাকবে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন।"

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন যে, আজ আহমদীয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠার ১১৩ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, এবং যুগের পর যুগ নিষ্ঠুরতা ও বিরামহীন বিরোধিতার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার সকল প্রচেষ্টা বৃথা সাব্যস্ত হয়েছে, আর খিলাফতের ঐশী দিকনির্দেশনার অধীনে এ জামা'ত ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে।

হুযূর আকদাস তাঁর পূর্ববর্তী চার খলীফাতুল মসীহের যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বর্ণনা করেন।

হুযূর আকদাস বলেন যে, খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল [প্রথম খলীফা] (রা.)-এর যুগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এক গভীর সঙ্কটের মুখোমুখি ছিল যখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা (আ.) গত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম খলীফাতুল মসীহ্ (রা.) দৃঢ় ভাবে দণ্ডায়মান হন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত খিলাফতের ঐশী প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলে প্রমাণ করেন।

খলীফাতুল মসীহ্ সানী [দ্বিতীয় খলীফা] (রা.)-এর যুগের চ্যালেঞ্জসমূহের কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমরা দেখি যে, কাদিয়ানের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র হোক বা তবলীগের ময়দান হোক, কিংবা হিজরতের সময় হোক, সর্বক্ষেত্রে দৃঢ়প্রত্যয়ী এই খলীফা জামা'তরূপী জাহাজকে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছান এবং জামা'তকে সুরক্ষিত রাখেন।"

হুযূর আকদাস এরপর আরও অগ্রসর হয়ে খলীফাতুল মসীহ্ সালেস [তৃতীয় খলীফা] (রাহে.)-এর অবদানের ওপর আলোকপাত করেন, যার মধ্যে ছিল আফ্রিকার মানুষের সহায়তায় তার ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং ১৯৭৪ সালে যখন পাকিস্থানে আহমদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে আইন পাস করে 'অমুসলিম' ঘোষণা করা হয় তখনকার চরম বিরোধিতার মুখে তাঁর সুদৃঢ় অবস্থান।

১৯৮৪ সালে পাকিস্তানের নিপীড়নমূলক আইন প্রণীত হওয়ার পর খলীফাতুল মসীহ্ রাবে [চতুর্থ খলীফা] (রাহে.)-এর পাকিস্তান থেকে ব্রিটেনে হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"অসাধারণ সাহায্য-সমর্থনের সাথে আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পাকিস্তান থেকে হিজরত সম্পন্ন করান আর শত্রুরা অবাক তাকিয়ে থাকে। হিজরতের পর চতুর্থ খিলাফতের যুগে উন্নতির এক নব অধ্যায় সূচিত হয়।"

হুযূর আকদাস প্রকৃত ইসলামের বাণীকে বিশ্বজুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে হযরত খলীফা রাবে (রাহে.) প্রতিষ্ঠিত স্যাটেলাইট চ্যানেল এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল-এর বিশাল অবদানের কথা বর্ণনা করেন।

এরপর হুযূর আকদাস পঞ্চম তথা বর্তমান খিলাফতের যুগে প্রকাশিত কল্যাণরাজির বর্ণনা করেন।

খলীফা রাবে (রাহে.)-এর মৃত্যুতে উদ্ভূত কঠিন এবং সংকটপূর্ণ সময়ের উল্লেখ করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মু'মিনদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন এবং ভয়ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দেন। ইসলামের ইতিহাসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পঞ্চম খিলাফতকাল আরম্ভ হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে খিলাফতে রাশেদা চার খলীফা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল আর তা ছিল মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে পঞ্চম খিলাফত কালের যে সূচনা হয় তা-ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীই হয়েছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"শত্রুরা মনে করত, এখন জামা'তের নেতৃত্ব ততটা দৃঢ় হাতে নেই, কিন্তু তারা জানে না যে, প্রকৃত হাত তো খোদা তা'লার হাত হয়ে থাকে, আর এই হাত যার সমর্থনে এবং যার সাথে থাকে তাকে তিনি সবল বানিয়ে দেন। বর্তমানে শত্রুদের হিংসুক দৃষ্টি পূর্বের চেয়ে বেশি জামা'তের উন্নতি অবলোকন করছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এই খিলাফতকালে জামা'তের পরিচিতি এবং গোটা জগতে এর বহিঃপ্রকাশ অভাবনীয় পন্থায় হয়েছে। প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তা অসাধারণভাবে ঘটেছে। আমি নিতান্ত দুর্বল একজন মানুষ এবং আমার কোন যোগ্যতার কারণে এই উন্নতি হচ্ছে না। পৃথিবীর বিভিন্ন সরকারের নীতি নির্ধারণকারীদের সামনে সংসদে জামা'ত যে পরিচিতি লাভ করছে, তা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত তাঁর প্রতিশ্রুতির সুবাদে হচ্ছে। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা হচ্ছে। প্রতিদিন আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপার দৃষ্টান্ত অবলোকন করছি।"

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বাণী আজ কীভাবে দ্রুত গতিতে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে হুযূর আকদাস এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল এর সদা বর্ধিষ্ণু ব্যাপ্তির কথা উল্লেখ করেন যা আজ আটটি চ্যানেল এবং বিশ্বজুড়ে বেশ কয়েকটি স্টুডিওর মাধ্যমে সম্প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে।

এ উন্নতির বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমরা যদি আমাদের সামর্থ্যের কথা চিন্তা করি তবে এটি একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমেও ইসলামের প্রকৃত বাণী সারা বিশ্বে পৌঁছাচ্ছে। একদিকে যেখানে পাকিস্তান সরকার জামা'তের ওপর বিভিন্নভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, সেখানে পৃথিবীর অন্য দেশগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন।"

হুযূর আকদাস আরো উল্লেখ করেন কীভাবে, করোনাভাইরাস এর নিষেধাজ্ঞাসমূহের কারণে, হুযূর আকদাস বিশ্বজুড়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল ও কার্যনির্বাহী শাখাসমূহের সাথে ভার্চুয়াল সভাসমূহ করে চলেছেন। হুযূর আকদাস বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অগ্রগতিকে আল্লাহ তা'লা কীভাবে সাহায্য করেন এটিও তার একটি নিদর্শন।

আহমদীদের সর্বদা খিলাফত-রূপী এ অনুগ্রহের জন্য খোদা তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরামর্শ দিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"অতএব আমাদের কখনো এটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের যে দৃশ্য দেখাচ্ছেন এবং খিলাফতরূপী যে পুরস্কারে ভূষিত করেছেন, আমাদেরকে সর্বদা একারণে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে যাতে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত আমরা এই নিয়ামতের কল্যাণরাজি থেকে লাভবান হতে পারি। ... আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে অবনত হতে হবে। খিলাফতরূপী নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আমাদের প্রতিটি কথায় ও কাজে প্রকাশ পাওয়া জরুরী। খিলাফতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের অঙ্গীকার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রক্ষাকল্পে যে-কোন কুরবানীর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তবেই আমরা কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের বংশধরদেরকে খিলাফতের অনুগত বানানোর দায়িত্ব পালন করতে পারবো।"